CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM–I : CC-2 T: Constitutional Government and Democracy in India

TOPIC 1. a. (2nd Part) Features of the Indian Constitution

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি:

(Features of the Indian Constitution)

সংবিধান হল যে কোনো দেশের একটি ঐতিহাসিক দলিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন ভারতের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংবিধানের প্রয়োজন হয়। এই সংবিধান তৈরির ভার এসে পড়ে গণপরিষদের উপর। আবার গণপরিষদ সংবিধান তৈরির জন্য খসড়া কমিটি গঠন করে। তবে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারতীয় সংবিধান উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

(১) বৃহত্তম লিখিত সংবিধান : ভারতের সংবিধান লিখিত সংবিধান ও বৃহত্তম সংবিধান। এখানে একটি প্রস্তাবনা, ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তালিকা ছিল। বর্তমানে এই সংবিধানে বহু উপধারা তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

(২) লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রণ : ভারতের সংবিধান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃহত্তম। এখানে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের সমস্ত বিষয়ে লেখা থাকলেও সংবিধানের মধ্যে বেশ কিছু অলিখিত অংশ রয়েছে। বেশ কিছু প্রথা এখানে পালন করা হয়। যেমন— আইন সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। এটি সংবিধানে বলা আছে। কিন্তু কোনো বিষয়ে ভোট গ্রহণের সময় লোকসভায় সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করা উচিত কিনা তা নিয়ে কোনো লেখা নেই। ফলে এখানে প্রথার উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং ভারতীয় সংবিধানকে শুধু লিখিত সংবিধান না বলে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

(৩) সুপরিবর্তনীয় ও দুঃস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রণ : ভারতীয় সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রণ রয়েছে। এখানে তিন ধরনের সংশোধন পদ্ধতি রয়েছে। রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন, নতুন রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতি, মৌলিক অধিকারের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইন সভার ১ অংশের সমর্থন প্রয়োজন। আবার জটিল পদ্ধতি রয়েছে। অতএব ভারতের সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রণ বলা হয়।

(৪) সংবিধানের প্রাধান্য : ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— সংবিধানের প্রাধান্য, সংবিধান। হল দেশের সর্বোচ্চ আইন— The constitution is the supreme law of the land। এই সংবিধান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের প্রধান উৎস। সরকার সংবিধান বিরোধী আইন প্রণয়ন করলে সুপ্রিমকোর্ট তা। বাতিল করে দিতে পারে।

(৫) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি : ব্রিটেনের মত ভারতেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয়নি। ভারতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শাসন বিভাগের প্রধান হলেন— রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এরা আবার আইন বিভাগের সঙ্গে ওতপ্রাোতভাবে জড়িত। আবার বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সুতরাং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বলা যায় ভারতে 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পুরোপুরি অনুপস্থিত।

(৬) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য : ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের সাতটি মৌলিক অধিকার ছিল। বর্তমানে ৬টি মৌলিক অধিকার রয়েছে। সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ। দেওয়া হয়েছে। আবার সংবিধানে ১১টি কর্তব্য স্থান পেয়েছে। ছয় প্রকার মৌলিক অধিকারগুলি হল - **সাম্যের অধিকার**, **স্বাধীনতার অধিকার**, **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার**, **ধর্মাচরণের অধিকার**, **সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার** *এবং* **সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।** তবে এই অধিকারগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক। এই অধিকারগুলি অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। কর্তব্যগুলি হল— **সংবিধান মান্য করা**, **জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন**, **ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা**, **বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসার** ইত্যাদি।

(৭) নির্দেশমূলক নীতি : ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতি সংযুক্ত হয়েছে। এই নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কর্মের সুযোগ, নারী ও পুরুষের সম মজুরী, বৃদ্ধ অবস্থায় সাহায্য প্রাপ্তি, আন্তর্জাতিক শান্তি, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা, অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি। অস্টিন এগুলিকে "সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার" বলে উল্লেখ করেছেন।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা : ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। কে.সি. হোয়ার ও ডাইসিকে অনুসরণ করে বলা যায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা:

(ক) দুই শ্রেণির সরকার,
(খ) লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বন্টন।
(গ) নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। তবে

ভারতে এককেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। তাই অনেকে ভারতকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছেন।

(৯) পিরামিড সদৃশ বিচারব্যবস্থা : ভারতের বিচার ব্যবস্থা পিরামিড সদৃশ্য বিচার ব্যবস্থা। এর সর্বোচ্চ স্তরে আছে সুপ্রিম কোর্ট। তার নিম্ন স্তরে আছে হাইকোর্ট, সর্বনিম্ন স্তরে আছে ন্যায় পঞ্চায়েত। ভারতের বিচার বিভাগের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা রয়েছে।

(১০) সংসদীয় গণতন্ত্র : ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ফলে এখানে মন্ত্রীসভা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে দেশ পরিচালনায়। আবার এই মন্ত্রীসভা গঠিত হয় জনগণের ভাোটের মাধ্যমে। এখানে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

(১১) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা : ভারতীয় সংবিধানের ৭৯ নং ধারায় দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে। উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। এর সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। নিম্নকক্ষ লোকসভা; এর সদস্য সংখ্যা ৫৫২ জন। লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। রাজ্যসভার কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। আবার রাজ্যগুলোর আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। যথা— বিধানসভা ও বিধান পরিষদ।

(১২) এক নাগরিকত্ব : ভারতীয় সংবিধানে এক নাগরিকত্ব স্থান পেয়েছে। তা হল ভারতীয় নাগরিকতা।

(১৩) সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার : ভারতীয় সংবিধানের মূল অংশে ৩২৬ নং ধারায় জাতি, ধর্ম, বংশ, বর্ণ, সম্পত্তি স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে ভাোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিক এই ভোটাধিকার প্রদান করতে পারে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে— **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র**, **সমাজের অনুন্নত অংশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**, **জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা**, **জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের সংবিধান ব্রিটেনের সংসদীয় সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের সনদ, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, আয়ারল্যান্ডের নির্দেশমূলক নীতি এছাড়া পশ্চিমী কাঠামাোকে ভিত্তিকরে গড়ে উঠেছে। তবে ভারতের সংবিধান সময়ের নিরিখে সৃজনশীল একটি দলিল, যা ভারতের সাংবিধানিক প্রয়োজনকে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে মুখোমুখি করতে সক্ষম হয়েছে।।